বিদ্যাভ্যাসার্থ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ কোন উপাধ্যায়ের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য প্রথমতঃ ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ বুৎপত্তি জন্মিলে ক্রমশঃ বৈশেষিক মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল, বেদান্ত, এই ষড়দর্শন এবং তৎপরে কাব্য, নীতি, সাহিত্য অলঙ্কার, পুরাবৃত্ত, জ্যোতিষ, সবিকল্প তত্ত্ব-বিবেক, বিমিশ্র গোণিত, দৃষ্টি বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্বিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অরিন্দম পুত্রকে এ সমুদায় শাস্ত্রে সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য দেখিয়া পরম সন্তুষ্টমনে তাঁহাকে শস্ত্রবিদ্যা ও রাজনিয়মাদি আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যুবরাজও স্বীয় অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে অল্পকাল মধ্যে সে বিদ্যাতেও আপন সুশিক্ষার পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়া আপামর সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর, প্রতাপাদিত্য উৎসাহশালী হইলে ভূপতি সুষমা নাম্নী কোন রূপবতী রাজপুত্রীর সহিত তাঁহার পরিণয় দিলেন। এই নবোঢ় দম্পতির মধ্যে দিন দিন একাদৃশী প্রীতির সঞ্চার হইল যে নিমিষের জন্যও কেহ কাহারো দৃষ্টিপথের অতীত হইতেন না। এক দিবস যুবরাজ অবসা-

রোহণে নগর দর্শনার্থ নির্গত হইয়া কোন মৃগয়ুকে একটী শুকপক্ষি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বিক্রয়াশয়ে [illegible] দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্যাধ! এই বিহঙ্গের প্রকৃত মূল্য কত। সে কহিল মহাশয়, ইহার যথার্থ মূল্য শত সুবর্ণ। প্রতাপাদিত্য তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। যোগ্যতাবিহীন কতিপয় সুপক্ষবিশিষ্ট তোমার এই বিহগ, যে ব্যক্তি এত অর্থ দিয়া ক্রয় করে সে অতি নির্ব্বোধ ও অর্ব্বাচীন। তাঁহার এতদ্রূপ বাক্যে মৃগব্যজীবী সুতরাং কোন উত্তর দিতে পারিল না। ইত্যবসরে (সুবুদ্ধি শুক) যদি এই ধনাঢ্য মহাশয় আমাকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ না করেন তবে শত সুবর্ণ মূল্যে কোন দুঃখিব্যক্তি আমাকে ক্রয় করিতে পারিবেক না, বিশেষতঃ এতাদৃশ সুজ্ঞানী ও মহৎ সন্নিধানে অবস্থিতি না করিলে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য করণেরও আর সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি অনেক ক্ষণ মনে পর্য্যালোচনা করিয়া নিবেদন করিল। হে নবযৌবনসম্পন্ন নানা গুণাকর প্রথমগুণীরশীর্ষরত্ন যুবরাজ! যদিচ আপনি আমাকে সামান্য পক্ষি জ্ঞানে হেয় করিতেছেন, কিন্তু আমাতে অসাধারণ গুণ আছে, আমার সৎপরামর্শ ও উৎপন্নবুদ্ধিমত্তা দেখিলে মনুষ্য অনেকানেক

কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, আমার সহিত
শাস্ত্রালাপ করিলে প্রধান প্রধান ব্যক্তি পর্য্যন্ত
বিস্ময়াপন্ন হয়েন আর আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-
মান এই ত্রিকালের বার্ত্তা ও ভুবনত্রয়ের উপস্থিত
ঘটনাদি এক স্থানে থাকিয়াই মহাশয়কে জানাই-
তে পারি। শুকের এইরূপ আত্মপ্রশংসাবাক্যে বিশ্বাস
করিয়া বণিক্ কথিত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক সানন্দ-
মনে পক্ষিকে বাটী আনিয়া সুপত্নী সহবাসজনিত
তদীয় সুখবর্দ্ধনার্থ এক শারিকা আনাইয়া উভ-
য়কে এক পিঞ্জরে স্থাপনান্তর অন্তঃপুরে রক্ষা
করিলেন এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া তাঁহার
প্রতি বিহঙ্গ দম্পতির রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ
করিলেন।

কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ প্রতাপাদিত্য
রাজ্যান্তরে গমনার্থ আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যাত্রা-
কালে সজলনয়নে অতি প্রিয় সম্ভাষণে সীমন্তি-
নীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কহিলেন, তো-
মার যখন যে কর্ম্মের নিতান্ত আবশ্যকতা হয়,
তাহা শুক এবং শারিকার পরামর্শ ও সম্মতি ভিন্ন
করিবা না, তোমাকে আর অধিক কি কহিব?
এই বলিয়া শুভক্ষণে অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক
স্বদেশ হইতে নির্গত হইলেন। এ দিগে সুরমা

কান্ত বিরহে নির্দয় কন্দর্প দেবের বিষম শরাঘাতে অধীরা হইয়া অশন শয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা বিভাবরী স্বামির অসেচনক মূর্ত্তি চিন্তা করত দিন দিন ক্ষীণ কলেবরা হইতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ শুক তাঁহাকে তাদৃশ বিষাদদশায় অবলোকন করিয়া নানা প্রবোধবাক্য ও হিতোপদেশজনক বিবিধ উপন্যাস বর্ণন দ্বারা অনেক প্রকৃতিস্থা করিল।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। এক দিবস সুরমা সম্যক্ প্রকার বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বাতায়নের দ্বার দিয়া এক-দৃষ্টিতে রাজবর্ত্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভিন্নদেশীয় কোন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুবা রাজপুরুষ ঐ মার্গ দিয়া গমন করত অকস্মাৎ তাঁহারদের চারি নয়ন একত্র হইবায় উভয়ে উভয়ের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া অস্থির হইলেন। রাজাত্মজ তৎক্ষণাৎ বাসালয়ে উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধাকে দূতী করিয়া সুরমার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে কহিয়া দিলেন যে যদি সুরমা অদ্য রজনীযোগে অন্ততঃ চারি দণ্ড এ স্থানে থাকিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করেন তবে তাঁহাকে আমি লক্ষ স্বর্ণ মূল্যের এক অলঙ্কারীয় পারিতোষিক প্রদান করিব আর তাঁহার যখন যে ইচ্ছা হয় তাহাতে প্রাণপণ যত্ন দ্বারা পূর্ণা

করিব। বর্ষীয়সী এই সংবাদ সুষমাকে নিবেদন
করিলে তিনি প্রথমতঃ তাদৃক্ চৌর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্তা
হইতে অস্বীকার করিলেন, অবশেষে কুট্টনীর
ভূয়োভূয়ঃ আশ্বাস ও পরামর্শে সম্মতা হইয়া কহি-
লেন, আমি অদ্যই নিশাযোগে সেই চিত্তচোরের
সঙ্গে প্রেমালাপ-দ্বারা মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিব,
অতএব তুমি তাঁহাকে সুন্দররূপ প্রস্তুত থাকিতে
কহিবা। তখন সংঘটিকা হর্ষযুক্তা হইয়া তাবৎ
বৃত্তান্ত সেই রাজকর্ম্মচারিকে জানাইল।

প্রদোষকাল উপস্থিত হওয়ামাত্র অতিমাত্র
হৃষ্টমনা হইয়া সুষমা প্রিয়সন্নিধানে গমনোদ্যোগ
করিতেছেন, এমত কালে হঠাৎ তাঁহার পতির
আদেশ স্মরণ হওয়ায় অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে
লাগিলেন, আমি এবং শারিকা উভয়ে স্ত্রীজাতি,
আমার মনের বেদনা সে অনেক বুঝিতে পারিবে,
সুতরাং উপস্থিত কার্য্য-সাধনে সে যে আমাকে
প্রশান্তচিত্তে অনুমতি করিবেক তাহার সন্দেহ
নাই, অতএব আপাততঃ পরামর্শার্থ তাহার নি-
কট যাওয়া শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া অবিলম্বে আ-
ইয়া শারিকাকে আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত জানা-
ইলে সে কহিল, হে নবীনে রাজাঙ্গনে! আপনি
এবম্প্রকার অসৎকার্য্য-দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সুখের

অদ্য রাজার পবিত্রকুলে কোন চিরস্থায়ি নিন্দা-স্তম্ভ স্থাপন করিবেন্ না। এখন সুষমা শারিকা হইতে বাঞ্ছিমত উত্তর না পাইয়া হিতে বিপরীত জ্ঞানে তৎক্ষণেই তাহাকে বধ করিলেন, এবং আরক্ত-লোচনে অনতিবিলম্বে শুকের নিকট যাইয়া তাহাকে সকল বিষয় জানাইলে (সুচতুর শুক) যদি আমি ইহাকে এক্ষণে বারণ করি তবে আমারও শারিকার ন্যায় অতিশীঘ্র শমন-নিকেতনে গমন করিতে হইবেক, ইত্যাদি কিয়ৎক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, শারিকা অবলাজাতি, স্বভাবতই হিতাহিত বিবেচনায় অযোগ্যা, যেহেতু শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের নিকট কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন, আপনি এক্ষণে আর উৎকলিকাকুলা হইবেন না, আমি প্রাণপণে ভবদীয় প্রিয় অভীষ্ট সাধনে যত্নশীল হইব। অধিকন্তু যদি এ সমাচার কোন প্রকারে প্রভুর কর্ণগোচরও হয়, তথাপি ধর্ম্মধ্বজ বণিকের শুকের ন্যায় আপনকারদের উভয়ের মধ্যে পুনর্ব্বার সন্ধি ও প্রণয় সংঘটন করিয়া দিব। ইহা শ্রবণ করিয়া সুষমা জিজ্ঞাসিলেন, ধর্ম্মধ্বজ বণিকের শুক বৃত্তান্ত কিরূপ তাহা বল। শুক কহিল

বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রথম প্রস্তাবের উপক্রম করিল।

প্রথম প্রস্তাব।

অবন্তীনগরে ধর্ম্মধন নামে এক বণিক বাস করিতেন, তাঁহার অর্কোদয় নামে [illegible] শুকপক্ষি ছিল, বণিক দ্রব্যাদি বিনিময়ার্থ দূর দেশে গমন কালীন শুককে গৃহের তাবদ্বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া গেলেন। কিয়দ্দিন পরে কোন ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি তদীয় ভার্য্যার আসক্তি জন্মিল, বিপ্রনন্দন অহরহ সেই কামিনীর বিলাসমন্দিরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার যৌবনভাণ্ডারের অধিপতি হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। সর্ব্বেশ্বর অন্তরালে থাকিয়া তাহা অবলোকন করিয়াও তদ্বৃত্তান্ত কাহাকেও কহিল না।

এই প্রকার বর্ষদ্বয় অতীত হইলে ধর্ম্মধন বাণিজ্যস্থান প্রবাস হইতে স্বালয়ে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতকাল মধ্যে ঘটিত বাটীর সকল বিবরণ অবগত হওয়ার মানসে শুককে ডাকিলে সে অন্যান্য সকল সমাচার তাঁহাকে জানাইল, কিন্তু কেবল স্ত্রীপুরুষের প্রণয়বিচ্ছেদ ও লোকাখ্যাতি ভয়ে তাঁহার প্রণয়িনীর দুশ্চরিত্র

মাস্তি: তিরস্কার করত আপন ভবন হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলেন। সেই বণিকবনিতা জীবিতা থাকিয়া আপামর সাধারণের নিন্দা ও উপহাসাস্পদ হওয়া অপেক্ষা মরণই স্বাভীষ্টসিদ্ধ বোধ করিয়া প্রোক্ত সদাশিব গৃহের নিকট গমন পূর্ব্বক কতিপয় সকল দিন নিরাহারে থাকিলেন। অনন্তর বিভাবরী দ্বিপ্রহর কালে অকস্মাৎ মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত শুক অতি মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, হে সতীত্ব ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্টে নষ্টমতি বণিক গৃহিণি! যদি মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক তুমি অন্ততঃ চত্বারিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র অভ্যবহার না করিয়া সমভাবে এ স্থানে থাকিতে পার তবে স্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার স্বামির সহিত প্রীতি ঘটাইতে পারি। তখন বণিকপত্নী অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইয়া অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, এই মন্দির মধ্যে অবশ্য কোন তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন, বোধ করি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সকরুণান্তঃকরণে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে নাথের সহিত পুনঃ সন্ধি করিয়া দিবেন। এই চিন্তা করিয়া তদীয়াদেশানুরূপ এককালীন কেশহীনা হইয়া সর্ব্ব প্রকার আহার পরিহার পুরঃসর সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পলায়ণ। সহধর্ম্মিণীকে অতিশীঘ্র গৃহে লইয়া যাই-তে কহ। মহাশয়, আমি ভগবান্ বৈকুণ্ঠস্বামি প্রসাদাৎ বহির্গত হইয়া আপনকার সমীপে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আপনকার রমণী নিতান্ত সুচরিত্রা; দেখুন, তাঁহারি ধর্ম্মবলে আমি জীবন দান পাইয়াছি। ধর্ম্মধ্বজ বণিক ইহা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হইলেন এবং তদণ্ডেই অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক সাধ্যসাধনায় প্রণয়িনীকে আলয়ে আনিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার প্রতাপাদিত্যের শুক ধর্ম্মধ্বজ শুকাখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া সুষমাকে কহিল, আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণেই প্রিয় সন্নিধানে গমন করুন। তখন সুষমা পরম হর্ষযুক্তা হইয়া পাদক্ষেপ করণমাত্র বিভাবরী বিগতা দেখিয়া বায়সগণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সুতরাং তিনি সে স্থানে যাইতে বিরতা হইলেন এবং তাবদ্রজনী জাগরণ হেতু সে দিন অপরাহ্ণে অকাতরে নিদ্রা গেলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যখন দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন

এবং নিশানাথ উড়ুপতি গগনমণ্ডলে প্রকাশ হইয়া অতি নির্মল সুধাভিষিক্ত কিরণ ভুবনমণ্ডলের চতুর্দ্দিগ বিস্তার করিতে লাগিলেন, এই কালে সুষমা শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নানালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া অনুমত্যর্থ শুকের নিকট গমন করিলে সে নিবেদন করিল, আমি কল্যই আপনকাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছি, তথাপি অদ্য এক্ষণপর্য্যন্ত কেন গৌণ করিতেছেন? অতএব অবিলম্বেই গমন করুন। কিন্তু এই সকল আভরণ অঙ্গে ধারণ করিয়া যাওয়া ভাল বোধ হয় না। কি জানি যদ্রূপ এক স্বর্ণকার তাহার সূত্রধর মিত্রের কন্যাদি গ্রহণ স্পৃহায় তাহার সহিত মিত্রতার প্রেম ছেদ করিয়াছিল, যদি ইনিও ভবদীয় অলঙ্কারাপহরণ চেষ্টায় সেইরূপ ব্যবহার করেন। তখন সুষমা কহিলেন, সে প্রসঙ্গ কি প্রকার তাহা বল। শুক তাহা শুনিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া আরম্ভ করিল।

সঙ্কারামপুর নিবাসস্থ গোবিন্দ নামে এক স্বর্ণকার ও মধু নামক সূত্রধরের সহিত অনেক দিবসাবধি অতিশয় প্রণয় ছিল। একদা দূরদেশ পর্য্যটনাভিপ্রায়ে উভয়ে বাটী হইতে নির্গত হইয়া নানাবধি ভ্রমণ করত ক্লান্তযুক্ত হইল এবং পাথের

প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া গোবিন্দ কহিলেন, হে ভাই! ইহার অনতিদূরে যে মন্দির দৃষ্ট হইতেছে উহার মধ্যে কাঞ্চন ও বহুমূল্য প্রস্তরময় অনেক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, চল আমরা দুইজনে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ পূর্ব্বক যোগ সাধন ব্যপদেশে তথায় গিয়া কিয়দ্দিবস থাকি, পরে একদা সুযোগক্রমে কতকগুলি প্রতিমা অপহরণ পূর্ব্বক পলাইতে পারিলে তাহা বিক্রয়-দ্বারা স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে সংসারের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইব। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণের আকার গ্রহণ পূর্ব্বক সেই দেবালয়ে প্রবেশানন্তর অসাধারণ ভক্তিযোগ-সহকারে উক্ত রূপ তপস্যায় নিযুক্ত হইল। তত্রত্য অন্যান্য সেবক ব্রাহ্মণেরা তাহারদের তাদৃশ দৃঢ়াকিঞ্চন ও অধ্যবসায় দর্শনে আপনারদিগকে ধিক্কার করত লজ্জায় অধোবদনে সকলি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কেহ তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিতেন, আমরা অতি পাপিষ্ঠ ও নরাধম, বলিতে কি, যে দুই মহাপুরুষ সম্প্রতি এখানে যোগাসীন হইয়াছেন, আমরা তাঁহারদের শ্রীপদারবিন্দের কণা তুল্যও নহি।

এই প্রকার দেবালয় পূজক ব্রাহ্মণ শূন্য,

হইলে সেই সুযোগে ছদ্মবেশধারি তাপসদ্বয় এক দিন নিশীথ সময়ে তাবৎ দেবমূর্ত্তি হরণ পূর্ব্বক গ্রামাভিমুখে আগমন করিল। অনন্তর গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন পাদপমূলে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তথায় ধনরক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল।

স্বর্ণকার স্বভাবতই ধূর্ত্তজাতি, এক দিন ঘোর তিমিরাবৃতা রজনীতে সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সকল প্রতিমূর্ত্তি উঠাইয়া আপন গৃহে আনয়ন করিল, এবং পর দিবস প্রভাতে সূত্রধরকে দেখিবামাত্র ভৎর্সনা করিয়া কহিল, তুই নিতান্ত দুরাচার, বিশ্বাসঘাতী এবং অকৃতজ্ঞ হইস্, নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মভয় না করিয়া বিশ্বস্ত মিত্রের সর্ব্বস্ব কেন হরণ করিবি? আমি ধন অধিক মৃত্তিকাতলে রাখন জন্য গত যামিনী মহীরুহের সমীপ অনুসন্ধান করত তাহার কণিকামাত্রও দেখিলাম না, যাহা হউক, আমার অংশ অপহরণ করিয়া গ্রহণ করিলে তোর কোন দিনও মঙ্গল হইবেক না। সূত্রধর ইহা শুনিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর তাহার প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া কোন কথা না বলিয়া ম্লানাস্যে তৎক্ষণাৎ বাটী গমন পুরঃসর সংসারের কার্য্যাদি করিতে লাগিল। এইরূপ

কতিপয় দিবসাবসানে স্বর্ণকারকে সমুচিত প্রতি
ফল প্রদানাভিপ্রায়ে অনেক আয়াসে কানন হই
তে দুইটা ভল্লুক-শাবক ধরিয়া আনিল। স্বর্ণকারের
অবিকলাবয়বানুরূপ এক কাষ্ঠ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ
পূর্ব্বক যৎকালীন ঐ ভল্লুক-শাবকদ্বয় অতিশয়
ক্ষুধার্ত্ত হইত তখন কিঞ্চিৎ আহারের দ্রব্য সেই
কাষ্ঠমূর্ত্তির পরিধেয় বস্ত্রে রাখিয়া অঙ্গুলি-দ্বারা
তাহাদিগকে দেখাইয়া দিত, ভল্লুক-পোতদ্বয়
অতিশীঘ্র যাইয়া তথা হইতে তাহা ভক্ষণ করিত।
অনেক দিবস এইরূপ অভ্যাস-দ্বারা ঐ কাষ্ঠাকৃতি
প্রতি ভল্লুকদের বিলক্ষণ আসক্তি জন্মিলে এক
দিন কোন উৎসবোপলক্ষে মধু গ্রামস্থ সকল
পুরস্ত্রীগণকে নিমন্ত্রণ করিল। মধ্যাহ্নকালে
অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত স্বর্ণকার-গৃহিণীও দুটি
তনয় সমভিব্যাহারে সূত্রধরের বাটীতে উপস্থিতা
হইল। সকলের ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে পর
সূত্রধর কৌশলক্রমে স্বর্ণকারের দুই পুত্রকে উক্ত
[illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরস্থ এক নির্জ্জন স্থানে
রাখিয়া লোক সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল,
সেই স্বর্ণকারাত্মজদ্বয় ভল্লুক হইল। ইত্যবসরে
গোবিন্দ বাটী হইতে তাদৃক অমঙ্গল সমাচার
প্রাপ্তিমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া গিয়া মধুকে

কাদিল, তুই এ সকল অসম্ভব কথা কেন কহিস? মানুষ কি কখনও ভল্লুক হয়? এই বলিয়া তখন তত্রত্য বিচারপতির সমীপে তাহার নামে অভিযোগ করিল। বিচারকর্ত্তা অনতিবিলম্বে সূত্রধরকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, আমার সম্মুখে তুই পুত্র খেলা করত ক্ষণকাল মধ্যে ভালুক হইয়াছে। বিচারক কহিলেন, ভাল, তোমার এ কথার প্রতি আমার কেমনে প্রত্যয় জন্মে? তাহা শুনিয়া সে নিবেদন করিল, যদি এই বিচারাগারস্থ তাবৎ কর্ম্মচারির মধ্য হইতে সেই শাবকদ্বয় আপন জন্মদাতাকে চিনিয়া লয় তবে আমার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হয় কি না? ব্যবস্থাজ্ঞ কহিলেন, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ক আজ্ঞাপ্যমান প্রমাণই হয়। তাঁহার এই আদেশ শ্রবণমাত্র মধ্য সভামধ্যে উক্ত ঋক্ষশিশুদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা গোবিন্দদেবে অবিকল সেই দারুমূর্ত্তির সদৃশ দেখিয়া উভয়ে অবিলম্বে সমীপস্থ হওত নানা ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিচারক কহিলেন, হে স্বর্ণকার! ইহারা তোমারই সন্তান, অতএব গৃহে লইয়া প্রতিপালন কর।

স্বর্ণকার এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া পুত্রাশয়ে একান্ত হতাশ হইয়া বারিপূর্ণ নয়নে

বিনীতবচনে সূত্রধরকে কহিল, মহাশয় সেই স্বর্ণ
দেবমূর্ত্তির জন্য যদি এই কৌশল ব্যবহার করিয়া
থাক তবে এক্ষণেই তাহার অংশ লইয়া অনুকম্পা
পুরঃসর আমার প্রিয়তম নন্দনদ্বয়কে পুনঃ প্রদান
কর। মধু অতি সরলস্বভাব ও অক্রুরচিত্ত মনুষ্য
ছিল, সুতরাং গোবিন্দকে কিয়ৎক্ষণ মিষ্টভর্ৎ-
সনা করিয়া তদীয় প্রার্থনানুসারে স্বীয় অংশ
গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার তনয়দ্বয়কে দিল।

এইরূপ ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া শুক সুষমা-
কে কহিল, এই কারণ আমি আপনাকে সেখানে লই-
য়া যাইতে বারণ করি। সুষমা শুকোপদেশানুরূপ
আভরণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগর সন্নিধানে
গমন করিলেন, এইক্ষণে পূর্ব্বদিগস্থ উদয়পর্ব্ব-
ত হইতে সূর্য্যদেবকে গাত্রোত্থান করিতে দে-
খিয়া সে দিন আর তথায় যাইতে পারিলেন না।

তৃতীয় প্রস্তাব।

অনন্তর যামিনী উপস্থিতা হইলে সুষমা শুক-
কে কহিলেন, আমি মদন বেদনায় নিতান্ত অস্থি-
রা হইয়াছি, অদ্য অতি ত্বরায় যাইতে অনুমতি
কর। শুক কহিল এপর্য্যন্ত আপনকার মনোভীষ্ট
পূর্ণ না হওয়াতে আমারও দুঃখ হইতেছে, সেইহেতু

প্রতি নিশিতেই আমার উপন্যাস শ্রবণ লিপ্সায় প্রেমকার্য্য সাধনে বিলম্ব করিতেছেন। অধিকন্তু আমার এই এক আশঙ্কা হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রভু গৃহে আসিলে যদ্রুপ বীরভদ্র বর্ম্মার সহধর্ম্মিণী এক রাজাকে অপ্রস্তুত করিয়াছিল, আপনি বা প্রশ্ন সমুক্তিব্যাহারে তাঁহার দ্বারা সেই প্রকার অপ্রস্তুতা হয়েন। তখন সুষমা সেই উপাখ্যান শ্রবণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে শুক তাহা কহিতে লাগিল।

পশ্চিমদেশে বীরভদ্র নামে এক রাজপুত্র ছিল। সে যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বগুণযুক্তা অতি রূপসী এক প্রেয়সীকে পাইয়া তাহার সতীত্ব রক্ষার্থ বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা যামিনী সেই কামিনীর নিকট থাকিত। একদা তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, হে নাথ! তুমি সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া সদা কেন স্ত্রী-অন্তঃপুরে থাক? তখন বীরভদ্র কহিল নারি-জাতির প্রতি আমার বিশ্বাস নাই; বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে তরুণবয়স্কা, কি জানি, যদি প্রোষিতভর্ত্তৃকা হইলে অন্য পুরুষকে সেবা কর, এই আশঙ্কায় আমি স্থানান্তরে যাইতে পারি না। তাহা শুনিয়া বীরভদ্র-বনিতা কহিল, স্বামিন! যে নারী পতিপ্রাণা ও ধর্ম্মপরায়ণা হয় সে

অতি মনোহর হর্ম্ম্যাদি সুশোভিত অপূর্ব্ব এক রাজপুরী নিরীক্ষণ করত অতি হৃষ্ট হইয়া রাজার নিকট আবেদন-দ্বারা তাঁহার সিংহদ্বার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইল।

নৃপতি প্রত্যহ তাহাকে এক সুদৃশ্য কুসুম হস্তে আনিতে দেখিয়া এক দিন অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ অকালে এতাদৃশ অভিরাম নূতন পুষ্প দ্বারপাল প্রতি দিবস কোথা হইতে আনয়ন করে? তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই কহিল, মহারাজ! আমরাও ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তখন ভূপাল দ্বারভদ্রকে পুষ্পের কথা জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, হে নরেশ্বর! যে কালে আমি ভবন হইতে আগমন করি তখন আমার গৃহিণী আপন সতীত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই কুসুম সঙ্গে দিয়াছে. যেপর্য্যন্ত ইহা মলিন না হইবেক ততদিন সে নিষ্কলঙ্কিনী রহিবেক। রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন এবং মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন. ইহার ভার্য্যা অবশ্য অন্য পুরুষপরায়ণা, কেবল মন্ত্রবলে এইরূপে পতিকে ছলনা করিয়াছে; যাহা হউক, স্বীয় লোক-দ্বারা তাহাকে ব্যভিচারিণী করিয়া দেখিব পুষ্প শুষ্ক হয় কি না।

এই যুক্তি স্থির করিয়া শিরোমণি নামক একজন লম্পটচূড়ামণিকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র বীরভদ্রের দেশে গমন পূর্ব্বক কোন কৌশলে তাহার সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রীতি করিয়া অল্প দিবস মধ্যেই রাজমহিষীর সতীত্ব ভঙ্গ করিবা। শিরোমণি তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা মানিয়া নির্দ্দিষ্ট দেশে যাত্রা পূর্ব্বক সেই নগরে উপস্থিত হইল, এবং তাহার বাটীর অনতিদূরস্থ এক বৃদ্ধার ভবনে বাসা করিয়া তাহাকে কুটনী করত বীরভদ্রের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলে সেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি যাইয়া এক্ষণেই নাগরবরকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেও। এই প্রকার আদিষ্টা হইয়া বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলে রাজপুত্র-গৃহিণী এক প্রাচীন অন্ধকূপের উপর কৌশলক্রমে বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প বিস্তৃত দুগ্ধফেণ নিভাশয্যাযুক্তৈক পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া ধূর্ত্তশিরোমণির আগমন করিলে তাহাতে উপবেশন করিতে কহিল, সে তাহার অনুরাগভিষিক্ত বাক্য শ্রবণে শ্রবণদ্বয়কে সার্থক বোধ করিয়া পরমাহ্লাদে খট্টাসনোপবিষ্ট হওন মাত্রে প্রোক্ত ঘোর তিমিরাবৃত পঙ্কময়কূপে পতিত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া চীৎকার শব্দ করণ পূর্ব্বক সেই নরক সম বিষম ক্লেশকর স্থানে কাল

যাপন করিতে লাগিল। পরন্তু একদিবস বীরভদ্র-
রমণী তাহার নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলে সে
অতি কোমল-স্বরে তাহাকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত
সম্যগ্রূপে কহিল।

এ দিগে নৃপতি অনেক দিনপর্য্যন্ত শিরোম-
ণিকে প্রত্যাগত না দেখিয়া অতীব চিন্তিত মানসে
স্বয়ং গমনেচ্ছু হইয়া মহা-সমারোহে মৃগয়া ব্যাজে
বীরভদ্রকে সমভিব্যাহারি করিয়া ক্রমে কাঞ্চনপুর
নগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহার এক পূর্ব্বাংশস্থ
কোন বিস্তীর্ণ ভূমিতে ভৃত্যবর্গকে বাসোপযোগি
পট-গৃহাদি স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন।
বীরভদ্র তাঁহাকে সে দিবস তথায় থাকিতে
দেখিয়া অনুমতি গ্রহণ পুরঃসর স্বগৃহে উপস্থিত
হইয়া তাহার পতিপ্রাণা অঙ্গনার নিকট সমাগত
রাজার প্রেরিত শিরোমণির সম্বাদ শুনিতে পা-
ইল।

রজনী প্রভাত হওয়ামাত্র বীরভদ্র নৃপতিকে
আপ্যায়িত করণ মানসে সে দিন তাঁহাকে কৌতু-
কার্থ স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক নানা
প্রকার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত
করত ভোজনকালে শিরোমণিকে কূপ হইতে
উঠাইয়া পরিবেশন করিতে দিল। রাজা স্বচক্ষে

জ্যোতিঃ সম্পন্ন পুরন্দর দৃষ্টিগোচর বর্জিত হইতে-
লেন এবং সুশীতল মন্দ সুগন্ধ সেব্য ও পরম
কলেবর সুধাকর পূর্ব্ব দিগ হইতে উদয় হইয়া
শুভ্র কিরণচ্ছটায় জগৎ পুনঃ আলোকময় করিতে
লাগিলেন, এমত সময়ে সুবসী শয়ন হইতে গাত্-
রোত্থান পূর্ব্বক অনুমতির জন্য শুকের নিকট
যাইয়া কহিলেন, অদ্য শীঘ্রই তুমি আমাকে বি-
দায় দেও। তাহা শুনিয়া শুক কহিল, রাজাঙ্গনে!
আমি প্রতি রাত্রিই আপনকাকে যাইতে কহি,
তথাপি বৃথা গৌণ করার আবশ্যকতা কি? এক্ষণেই
যাত্রা করুন, কিন্তু সাবধান, যেমন স্বর্ণকার সূত্র-
ধর তন্তুবার পরিব্রাজক প্রভৃতি সপ্তজনে এক কন্যা
লইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়াছিল, যেন পরিশেষে
অন্য বিদগ্ধ নাগরেরা আপনকাকে হরণ করিয়া
আপনাপনি তদ্রূপ বিবাদ না করে। তখন সুবসী
কহিলেন, সে কি প্রকার? শুক বলিল, তবে শ্রবণ
করুন।

কোন সময়ে এক সূত্রধর এক স্বর্ণকার এবং
এক তন্তুবার অর্থোপার্জনার্থ স্ব স্ব যন্ত্র সমভিব্যাহা-
রে দেশান্তরে গমনাভিপ্রায়ে ভ্রমণ করত [illegible]
[illegible] হঠাৎ কোন মহা-ভয়ানক কানন মধ্যে চতু-
র্দিগ বৃক্ষে বেষ্টিত এক প্রচ্ছন্ন স্থানে উপবেশন

কিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন, যদি স্ত্রীজাতি প্রতি-
জ্ঞারূঢ়া হইয়া পুরুষকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে
পারিত তবে কলিঙ্গাধিপতির কন্যা লীলাবতী
অনেক দিবস পুরুষের মুখ না দেখিয়াও কেন
শেষে সৌরাষ্ট্র রাজেশ্বরের মহিষী হইলেন?
তখন সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপাখ্যান
কেমন? শুক বলিল, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সৌরাষ্ট্রদেশে অমরেশ্বর নামে এক নরেশ্বর
ছিলেন, তাঁহার নীলমণি নামক অতি কর্ম্মদক্ষ ও
জ্ঞানী এক মন্ত্রী ছিল. এক দিন অপরাহ্নে রাজা
পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত আছেন, এই সময়ে কোন
রাজকীয় কার্য্যের পরামর্শ জন্য প্রধান সচিব
নীলমণি তাঁহাকে জাগরিত করিল. ভূপাল হঠাৎ
সুপ্তিভঙ্গ হওয়াতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া করে
করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রির পশ্চাৎ ধাবমান
হইলেন। তখন নীলমণি প্রাণরক্ষার জন্য কোন
উপায় না দেখিয়া অগত্যা নিকটবর্ত্তি এক পুষ্প-
ক্ষেত্রের ভবনে যাইয়া পলায়ন করিল। ইত্যবসরে
অন্যান্য রাজামাত্যগণ নৃপতির তাদৃশ ভীষণাকার
আকার দর্শনে সচিন্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবে-
দন করিল, মহারাজ! অদ্য কি নিমিত্ত মন্ত্রিপ্রবর
প্রতি এরূপ নির্দয় হইয়াছেন? রাজা বলিলেন,

পক্ষিতে দেখিয়া পুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই।

মিত্রাবসু কলিঙ্গবাসির প্রমুখাৎ এই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণমাত্র হর্ষে বিষাদযুক্ত হইয়া অমরেন্দ্রে নৃপতি সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক পট্টোপরি চিত্র স্থাপনাবধি পক্ষিদের কথিত নীলবেণীর অসম্ভব প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত সকল বিবরণ বর্ণন করিলে অমরেন্দ্র অতি বিবর্ণ হইয়া কহিলেন, এক্ষণে এই সীমন্তিনীকে রাজধানী আনয়ন পুরঃসর আহ্লাদ সহিত পাণিপীড়ন সম্পন্ন করার উপায় কি আছে বল। মিত্রাবসু কহিল, মহারাজ! যদি আমার প্রতি আদেশ করেন তবে কোন কৌশলে আমি ইহা সাধন করিতে পারি, যেহেতু স্বপ্নেতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে যদি আপনি মোহিত হইয়াছেন, তিনিও অবশ্য আপনকার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে মুগ্ধা হইবেন সন্দেহ নাই।

ইক্ষ্বাকুবংশজাত ভূপতি আনন্দপ্রফুল্লচিত্তে তদ্দণ্ডেই স্বীয় অভিলষিত সাধনার্থ মিত্রাবসু প্রতি আদেশ করিলেন। মিত্রাবসু রাজাজ্ঞা অনুসারে নগর পরিত্যাগ করিয়া বহু দিবসান্তে কলিঙ্গ রাজ্যে উত্তীর্ণ হইল। তথায় এক আপণ স্থাপন

সুরসেন ভূপতিদেশে চিত্রকরের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত
হইয়া আপন শিল্প নৈপুণ্যবলে অন্যান্য চিত্রক-
রদিগকে পরাভব করত কিয়দ্দিন মধ্যে বিলক্ষ-
ণরূপ সকল সাধারণের নিকট পরিচিত হইল। ক্রমে
ক্রমে চিত্রকরের সুখ্যাতি একপ ঘোষিত হইল
যে, তত্রস্থ তাবৎ ধনাঢ্যজনেরাই তথা হইতে
চিত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ পরম্প-
রায় এই সমাদ লীলাবতীর কর্ণগোচর হইলে
তিনি একদা দূতী দ্বারা তাঁহাকে আবেশন হইতে
আনাইয়া অন্তঃপুরস্থ যাবদীয় মন্দিরের ভিত্তিতে
নানারূপ বিবিধ কর্ম্ম কাটিতে লিখিতে আদেশ
করিলেন। মিত্রবসু পরমোল্লাসিত হইয়া সাধ্যা-
নুসারি শ্রম ও নৈপুণ্য সহকারে প্রথমতঃ অতি
কান্তিময় সৌরাষ্ট্রাধিপতি অমরেশ্বর নরেশ্বরের
কন্দর্পের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে চিত্র করিয়া দে-
খাইলে রাজকুমারী সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্য
দর্শনে কন্দর্পদেবের শরাসনের [illegible] লক্ষ্য হ-
ইয়া একবারেই অচৈতন্যা হইলেন এবং কিয়-
ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, চিত্রকর! এই অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি কাহা-
র? মিত্রবসু কহিল, রাজনন্দিনি! এ সৌরাষ্ট্রাধি-
পতি অমরেশ্বর ভূপালের অবিকল স্বরূপ চিত্র।

যে রাজাজ্ঞা আপন মস্তক হইতে উদ্ধার পাইবেন। অনন্তর উপাধ্যায় কেদারের পরামর্শানুসারে শ্বশুরকে গৃহে যাইতে বলিবাতে তিনি প্রবিষ্ট হইলে দ্বারাবরোধ করিলেন।

এ দিগে শুভরঙ্গিনী উপস্থিতা হইলে নির্দ্ধারিত কালে কেদার কৃষ্ণধনের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রোক্ত দেবালয়ে যাইয়া রহিল। সুলোচনা দ্বিপ্রহর বিভাবরীকালে নানা বেশ ভূষায় শোভিতা হইয়া উক্ত তিমিরাবৃত মন্দিরে উত্তীর্ণা হইলেন, পরে তত্রস্থিত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পূজাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুনন্দন এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? তাহা শুনিয়া ধূর্ত্ত কেদার উত্তর করিল, হাঁ। অনন্তর সুলোচনা সপ্তবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান দ্বারা জানিতে পারিলেন, যে অধ্যাপক সুত নহে, উঁহার ভৃত্য কেদার, তখন শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করত কহিলেন, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের অন্যথা করা কাহারো সাধ্য নহে; দেখ, আমি গুরুপুত্র কৃষ্ণধনকে মাল্য প্রদান স্বীকার করিয়া তাঁহা হইতে শত সহস্রাংশে অপকৃষ্ট যে কেদার দাস তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম।

এই প্রকার আখ্যান সমাপনানন্তর শুক

কহিল, রাজমহিষি! আমি এই জন্যই আপনকার
পুনঃ পুনঃ সাবধান হইয়া যাইতে কহি; নব
যৌবনবিশিষ্ট যুবকগণের প্রীতি আমার কখনও
প্রত্যয় হয় না, তাহারদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান
নাই কি জানি, যদি বল দ্বারা আপনাকে প্রিয়
কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখা করিয়া পরিশেষে কুপথে
লইয়া অশেষ ক্লেশসাগরে মগ্না করে। সুষমা
শুকের নিদেশানুসারে অতি সাবধানে উপপতি
সদনে যাইতে উদ্যতা হইবামাত্র পূর্ব্ব দিগন্ত আশ্চর্য্য
প্রাসাদ হইতে ভাস্করকে বহির্গত দেখিয়া অতি
চিন্তিত মনে আপন ভবনে আগমন করিলেন।

সপ্তম প্রস্তাব।

যখন দিনমণি অস্তগিরিতে গমন করিলেন
এবং পূর্ব্ব দিগ্ হইতে নিশাপতি চন্দ্র উদয় হই-
লেন, তখন সুষমা অনুমতির জন্য শুকের
নিকট যাইয়া কহিলেন, হে বুদ্ধিমান শুক! তো-
মার সুপরামর্শ ও উপদেশ অবশ্যই আমার হিত-
কর, যেহেতু এ অবধি কেবল তুমিই আমার
সহিত এক প্রিয় বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছ
অতএব যদি আমাকে যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হও, তবে
আমা শীঘ্রই বিদায় দেও; নতুবা অদ্য এক চর-

মোক্ষের প্রদান কর যে তদনুসারে এ কর্ম্মে জলা-
ঞ্জলি দিয়া আমি ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর পরকালের
সুখ চেষ্টায় প্রবৃত্তা হই। ইহা শ্রবণে শুক নিবে-
দন করিল, রাজমহিষি! দেখুন, আমি প্রতি যামি-
নীই আপনকাকে তথায় যাইতে কহি, কিন্তু
জানিনা আপনকার কি দুরদৃষ্ট বশতঃ উক্ত
শুভকার্য্য সাধনে বিঘ্ন হইতেছে, যাহা হউক,
সময় নিরর্থক ব্যয় করার প্রয়োজন নাই, অপা-
তকই তথায় যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ
করুন। পরন্তু আর এক কথা এই যে যদ্রূপ ব্যক্তি
তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত, যদি
প্রথমতঃ আলাপ দ্বারা বোধ হয় তিনি নিতান্ত
রসিক ও সচ্চরিত্র তবে যে পরিমাণে তিনি আপ-
নকাকে প্রণয়সূচক উপহার করেন আপনি তদ-
পেক্ষায় অধিক পরিমাণে তাঁহার হিতচেষ্টা করি-
বেন; যেমন অনঙ্গসেন ও সুপ্রতীক নামে দুই
গন্ধর্ব্ব কর্ম্মদোষে এই অবনীতে অতি হেয় শরীরি
হইয়াও প্রাণপণে দাক্ষিণাত্য দেশান্তর্গত কাঞ্চী
নগরাধিপতির পুত্র বীরেশ্বরের প্রত্যুপকার করি-
য়াছিল। সুধর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের
ইতিহাস কি প্রকার? শুক শ্রবণমাত্র তাহার উপ-
ক্রম করিল।

পূর্ব্বে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সভাতে অনঙ্গ-সেন ও সুপ্রতীক সংজ্ঞক দুই গন্ধর্ব্ব ছিল, তাহারা একদা কোন অপকার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিবায় দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! তোমারদের যেমন কর্ম্ম তাহার মত ফল ভোগ করিতে হইবেক, অতএব এক্ষণেই অনঙ্গসেন সর্প এবং সুপ্রতীক ভেকের আকার স্বীকার করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর; এই তোমারদের বিহিত দণ্ড। তখন তাহারা প্রভুর মুখ হইতে অকস্মাৎ এতাদৃশ বাক্য নির্গত হইতে দেখিয়া অতি কাতর হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে যোড় করে অনেক স্তুতি পূর্ব্বক নিবেদন করিল, হে সুরেশ্বর! অতি সামান্য অপরাধে এমত গুরুশাস্তি বিধান করিলেন, আমারদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট, নতুবা সন্তানের ক্ষুদ্র দোষে পিতার একপ কোপ প্রকাশ করা সম্ভব নহে; এক্ষণে কৃপাবলোকনে এই শাপ মোচনের বিবরণ উপায় করিয়া দেউন, নতুবা কতকাল পর্য্যন্ত ধরাতলে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিব? অনন্তর তাহারদের এইরূপ খেদসঙ্কলিত স্তবে, অমরাধীশ্বর দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া কহিলেন, অনেককালের পর যখন কাঞ্চীনগরবাসী যুবরাজ

বীরেশ্বর উপকার করিয়া তোমাদের নিকট অতি প্রধান হিতজনক প্রত্যুপকার স্বীকার করিবেন তখনি তোমরা এ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনঃ স্বর্গলোকে আগমনের যোগ্য হইবা; আর তো- মরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আবশ্যকমত কখনং মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিবা। ইন্দ্রের এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র উভয়েই ক্ষণ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া দাক্ষি- ণাত্যস্থশান্তি কাঞ্চীনগরে অনঙ্গসেন মুনির সুপ্রতীক ভেকের আকারে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে জন্ম গ্রহণ করিল।

তৎকালে মহাপরাক্রমশালী রাজা বীরসিংহ তথায় রাজত্ব করিতেন, তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন। অনন্তর তিনি এলোক হইতে অপসৃত হইলে জ্যেষ্ঠ মহেশ্বর বলদ্বারা তাবৎ পৈতৃক অতুল সম্পত্তি অধিকার করিয়া কনিষ্ঠ বীরেশ্বরের প্রতি বধে উদ্যত হইলে তিনি আত্মরক্ষার্থ নগর পরি- ত্যাগ পূর্ব্বক দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

এক দিবস দিবা দ্বিপ্রহরকালে যুবরাজ বীরে- শ্বর অতিশয় আতপোত্তপ্ত এবং তৃষ্ণাকুল হই- য়া অতি দ্রুতগতিতে নিকটস্থ এক তরুবরের স্নিগ্ধ ছায়াতে বিশ্রাম এবং বাপীর নির্ম্মলজল পান দ্বারা সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমত

কালে দৈবাৎ ভুজঙ্গাঙ্গনা সেই অনঙ্গমেন আহার জন্য ভেকাকৃতি সুপ্রতীককে তথায় অন্য কোন মণ্ডূক জ্ঞানে আক্রমণ করিবায় তদীয় প্রাণভয় জনিত বিষম রোদন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি অকস্মাৎ সেই চীৎকার শ্রবণ করিয়া সাপের নিকট গমন পূর্ব্বক ভেক প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে বলিলেন, হে দুরাত্মা অহি! এক্ষণেই এই বর্ষাভুককে ছাড়িয়া দেও। সর্প শুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে লক্ষ দ্বারা তৎক্ষণাৎ জল মধ্যে মগ্ন হইল; কিন্তু পন্নগ সেই স্থানে থাকিয়া সাই এক দৃষ্টিতে বীরেশ্বরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজপুত্র অতি লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি নিতান্ত পাপিষ্ঠ; মনুষ্যেরা পুণ্যসঞ্চয় হেতু প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও অতিথি ও অর্থী জনগণকে সমাদরে আহারাদি প্রদান করেন, পরন্তু আমি কেন অনর্থক ইহার আহারের প্রতিবন্ধক হইলাম? আমি কোনকালেই এ পাপ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইব না। এই ভাবিয়া আপন শরীর হইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সে তাহা মুখে করিয়া তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক উপস্থিত হইল

উরগী তদাশ্বাদন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, প্রাণনাথ! অদ্য এই সুকোমল নরপলল কোথা হইতে আনয়ন করিয়াছ? পরে সর্প তাহাকে পূর্বাপর সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে সে পুনশ্চ বলিল, প্রভো! এতাদৃশ পরহিতৈষী পুণ্যাত্মাজনের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পুরঃসর প্রাণপণে তাহার মঙ্গল চেষ্টা করা তোমার একান্ত কর্তব্য। স্ত্রীর এইরূপ সৎপরামর্শে ভুজঙ্গম অন্তঃকরণে স্থির করিল, তাঁহাকে উপকার করিলে আমার শাপ মোক্ষ হইবে তিনি অবশ্য এই মহাশাপ তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর মনুষ্যের আকার গ্রহণ পূর্বক বীরেশের সমীপে যাইয়া তাঁহার কিঙ্কর হইয়া রহিল।

এ দিগে ভেক সর্প-গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া অবিলম্বে ভেকীর নিকট যাইয়া পূর্বাপর তাবৎ বিবরণ বর্ণন করিলে সে কহিল, তুমি এই দণ্ডেই সেই মহোপকারক রাজতনয়ের যথোচিত প্রত্যুপকার সাধনে যত্নশীল হও; তিনি তোমাকে দারুণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তখন সুপ্রতীক সহধর্মিণীর বাক্যানুসারে নররূপ ধারণ করিয়া নৃপনন্দন নিকটে গমন পূর্বক কহিল, রাজকুমার! আমি আপনকার অন্যান্য ভৃত্যের ন্যায় কোন দাসত্বপদে বিনাবেতনে নিযুক্ত হওয়ার

রাজ্ঞা করি। বীরেশ্বর শুনিয়া তাহাকেও স্বীয় সহ-ভক্ত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর তিনজন একত্র হই-য়া গমন করত এক রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল দ্বারা ভূপতির নিকট আপন প্রার্থনা জানাইলে দ্বারী রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারদের তিনজনকেই তথায় উপস্থিত করিল। বীরেশ্বর রাজদর্শন লাভানন্তর অতি বিনীতিপূর্ব্বক নিবে-দন করিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার গুণ গ্রাহকতা ও বদান্যতা শ্রবণ করিয়া অতি দূরদেশ হইতে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায় এ স্থানে আগমন করি-য়াছি; যদি কোন কর্ম্মচারির প্রয়োজন থাকে তবে আমাকে নিযুক্ত করুন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি কি কার্য্য সম্পাদনে উপযুক্ত এবং তোমার বেতন কত? বীরেশ্বর উত্তর করিলেন, আমি উপস্থিতমত সকল কর্ম্মই করিতে পারি, আর আমার বেতন প্রতিদিবস শত সুবর্ণ। রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, এত দিতে আমি সমর্থ নহি। অনন্তর অমাত্যেরা নিবেদন করিল, মহারাজ! সহসা ইহাকে বিদায় দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ নয়, অন্ততঃ চারি দিন ইহাকে প্রা-র্থিত বেতন প্রদান করিয়া দেখুন এ ব্যক্তি কেমন কর্ম্মণ্য। ভূপতি তাঁহারদের বাক্যানুসারে কার্য্য

শুন বীরেশ্বর! তুমি প্রাণপণ যত্ন-দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমার কন্যাকে আরোগ্য কর; আমি একান্ত কহিতেছি, যদি তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিয়া আমিও আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

এইরূপ দুঃসাধ্য সাধনার্থ ভূপতির আদেশ পাইয়া বীরেশ্বর অতি উৎকণ্ঠিতমনে সজললোচনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে অনঙ্গসেন তথায় আসিয়া কহিল, আপনি কি এইজন্য ভাবিত হইয়াছেন? আমি অক্লেশে রাজকুমারীর রোগ দূরীভূত করিতেছি, তাঁহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইতে বলুন; আমি তথায় গমন মাত্র ভাল করিয়া দিব।

অনন্তর বীরেশ্বর রাজাকে সেই প্রকার করিতে বলিলে, ভূপতি এক নির্জনস্থানে কন্যাকে রাখিয়া তথায় কেবল বীরেশ্বর ও অনঙ্গসেনকে থাকিতে অনুমতি করিয়া আপনি অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিলেন। এদিগে অনঙ্গসেন ক্ষণকাল কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আস্য সংযোগ পূর্ব্বক এক চোষণে আবৎ বিষ আকর্ষণ করত স্বীয় মুখস্থ করিল। নৃপাত্মজা তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া

মার অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে মগ্ন হয়, বাস্তবিক মন এইরূপ অজস্র ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপরতন্ত্র হইয়া পর্য্যায়ক্রমে হর্ষ ও বিষাদের বশতাপন্ন হইতেছে, বল দেখি ইহার কারণ কি? শুক কহিল, ঠাকুরাণি! ইহার কারণ অতি অদ্ভুত, প্রাচীন কোবিদগণ এতদ্বিষয়ে অতি সুন্দর প্রসিদ্ধ এক আখ্যান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। সুষমা কহিলেন, সে প্রসঙ্গ কেমন তাহা কহ। শুক কহিতে লাগিল,

"বিশ্বরাজ্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি দুই প্রসিদ্ধ পরিবার বিদ্যমান ছিল। আলোক ও অন্ধকারে যদ্রূপ বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়, সেই পরিবারদ্বয় মধ্যেও তদনুরূপ মতের অনৈক্য ছিল। ইহার এক পরিবারের বাসস্থান স্বর্গ, অন্যের আবাস নিরয়মণ্ডল অবধারিত হইয়াছিল। প্রথম বংশজাত সর্ব্ব কনিষ্ঠার নাম হর্ষ; এই হর্ষ সুখের কন্যা ও ধর্ম্মের দৌহিত্রী, ধর্ম্ম সর্ব্বদেবমণ্ডলীর সন্তান। আর দ্বিতীয় কুলোদ্ভব সর্ব্বানুজ নন্দনের নাম বিষাদ; ইনি ক্লেশের পুত্র ও পাপের পৌত্র, পাপ দুর্ব্বৃত্ত অসুরচয়ের সন্ততি। ইহাদের বসতিস্থল নরক রাজ্য। এই উর্দ্ধাধঃস্থিত রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি প্রদেশের নাম ধরাতল; ইহা নাতি ধর্ম্মনিষ্ঠ, নাতি

পাপিষ্ঠ, সামান্য নরলোকের ব্যাপারে পরিপূর্ণ। সর্ব্বলোক পিতামহ বিধাতা ধরাবাসি প্রজাগণেরদিগে লোকস্থ মহাত্মাদিগের ন্যায় পবিত্র হওনোপযোগিনী ক্ষমতা কিম্বা স্বর্গ পানের নিকটবর্ত্তী অথবা হওয়ার প্রবৃত্তি না দেখিয়া মনে২ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন যে মানবজাতিকে মধ্যম অবস্থায় রক্ষণ ভিন্ন অতিশয় সুখি বা নিতান্ত দুঃখি করা শ্রেয়সী নহে, অতএব ইহারদের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া অবিলম্বে প্রোক্ত পরিবারদ্বয় হর্ষ ও বিষাদকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে তোমরা উভয়ে পৃথিবী যাইয়া একবাক্যে তত্রত্য প্রজার প্রতি স্বীয় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন কর। তখন হর্ষ ও বিষাদ ব্রহ্মার আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক অবনীরাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন এবং উভয়ে অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া প্রথমতঃ স্থির করিলেন যে হর্ষ ধার্ম্মিক বর্গ ও বিষাদ পাপি নিকরকে স্বীয়ায়ত্ত করিবেন অনন্তর কিয়দ্দিন এই প্রকার ব্যবহার করত দেখিলেন যে মহীমণ্ডলস্থ কোন জনপদেই এমত নির্ম্মল পুণ্যাত্মাব্যক্তি নাই যাহাতে কিছু পাপাংশের দৃষ্টি হয়, আর এতদ্রূপ মহাপাপীও নাই যাহার কিঞ্চিৎ ধর্ম্মচ্ছল না আছে। এতদ্দৃষ্টে তাহা-

গণমধ্যে সুতরাং তাঁহারদের আপনাপন প্রজা অধিকারস্থলের বিষয়ে মতাবভ্রংশ ঘটিল, ফলতঃ এই জন্য উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদও উপস্থিত হইল. পরে অনেক বিবেচনানন্তর তাঁহারদের মধ্যে উদ্বাহ সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া ক্লেশ নন্দন কিম্বা জেনস সহিত হর্ষের পাণিপীড়ন সম্পন্ন হইল, এবং তদবধি এই নবোঢ় দম্পতী প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে জনের চিত্তরাজ্যে কারেক বিবাদের অধিকার হইবেক অহঙ্কার অব্যবহিত পরক্ষণেই তদীয় সহধর্ম্মিণী হর্ষ তথায় উপস্থিত হইবেক। এই প্রকার উভয়ে একতানবদ্ধ হইয়া একমতে মনুষ্য জাতির উপর অধিকার বিস্তার করিলেন।

তাঁহারদের এবম্বিধ উপাদেয় সন্ধিতেও তুষ্টার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। অধিকন্তু তিনি এই নিয়ম করিয়া রাখিলেন, যে মনুষ্য জীবদ্দশায় থাকিয়া অধিকাংশ অধর্ম্মাচরণ করিয়া পঞ্চত্ব পাইবেক তাহাকে বিষাদ মর্ম্মভেদ্য যাতনার কারা নরকরাজ্যে লইয়া স্বীয় সংশ্রয়গণের মধ্যে বাস করিতে দিবেন; আর যে মনুষ্য এ সংসারে অধিক পুণ্যকর্ম্ম করিবেক তাঁহাকে হর্ষ স্বয়ং সঙ্গে করিয়া স্বর্গরাজ্যে গোলোকধামে ঋষি ও দেবতাগণের সহিত বাস করিতে লইয়া যাইবেন।

হর্ষ বিষাদের প্রসঙ্গ এইরূপ সমাপনানন্তর শুক কহিল, রাজমহিষি! এক্ষণেই অভিপ্রেত সিদ্ধি সংকল্পে প্রিয়-সন্নিধানে যাত্রা করুন। সুষমা তচ্ছ্রবণে গমনাভিলাষিণী হওনমাত্র দেখিলেন যে পূর্ব্ব দিগ্ হইতে দিবাকর বিশুদ্ধ তপ্তকাঞ্চন-পাত্র সম প্রভাবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশমান হইতেছেন, অতএব সে দিনও গমনে বিরতা হইলেন।

নবম অধ্যায়।

তদনন্তর রজনীর আগমন দেখিয়াই সুষমা শুকের নিকট গমন পুরঃসর কহিলেন, কল্য রজনী যে অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ করিয়াছিলে তাহাতে তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি; অদ্য এক কথা এই যদি সেই প্রাণনাথ কোন কারণ বশতঃ আমার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করেন তবে আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য তাহাও যুক্তিপূর্ব্বক কহিয়া দেও। ইহাতে শুক নিবেদন করিল, রাজমহিষি! তিনি আপনকার প্রতি অহিতাচরণ করিলেও আপনি প্রথমতঃ সহসা কিছু না বলিয়া তাঁহার সহিত প্রণয়রস প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিয়া স্ববশে আনিবেন, যেহেতু হিতোপদেশাদিতে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে সুবোধজন [illegible] নিমিত্ত শত্রু

কেও কঙ্কদেশে করিয়া বহন করেন; যেরূপ বৃদ্ধ সর্প মণ্ডুকবংশ ধ্বংস করণাভিপ্রায়ে চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল। সুবক্তা জিজ্ঞাসিলেন, সে প্রস্তাব কি প্রকার? শুক কহিল,

পঞ্চালরাজ্যান্তর্গত কোন বৃহদরণ্যে বহুদিনাবধি এক কালসর্প বাস করিত, সে বার্দ্ধক্যাবস্থায় অত্যন্ত জীর্ণেন্দ্রিয় ও শীর্ণকলেবর হইলে একদা মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি এক্ষণে নিতান্ত উপায়হীন হইয়াছি; স্বয়ং আহারান্বেষণ করত উদর পূর্ণ করি এমত সামর্থ্য নাই; অতএব নিকটস্থ এই সরোবর তীরে মৃতবৎ পড়িয়া থাকি, যদি দৈবাহত কোন আহার্য্য জন্তু সমীপস্থ হয় তবে তাহাই ভক্ষণ দ্বারা জীবনধারণ করিতে পারিব। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তদবধি সেই জলাশয়ের নিকট যাইয়া থাকিল।

বহু দিবসানন্তর এক উদার-স্বভাব মণ্ডুক হঠাৎ জল হইতে উঠিয়া তাহাকে দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসিল, হে ভুজগ! তুমি বহুকালাবধি অশনহীন হইয়া এস্থানে কেন আছ? আর ভোজনের চেষ্টা বা কি জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ? তাহা শুনিয়া অহি উত্তর করিল, বন্ধো! অদৃষ্টের বিবর তোমাকে কি কহিব? আমার দুঃখ শ্রবণ

করিলে পাষাণ-হৃদয়-ব্যক্তির অন্তঃকরণও কা-
রুণ্যরসে আর্দ্র হয়; বর্ণন করিয়া তোমাকে
ক্লেশযুক্ত করার প্রয়োজন কি? অনন্তর বণিক্
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ পূর্ব্ব-
ক কহিল, তুমি অবশ্যই আমাকে কহ। শুক
বলিল, তবে কহিতেছি অবধান পূর্ব্বক কর্ণকুহরে
তানার্পণ কর।

কাশ্মীরদেশে কৈলাসদেব নামে অতি নীতি-
চারক, শিষ্টপালক, দুষ্টসংহারক, পরমধার্ম্মিক
এক ভূপতি ছিলেন; তিনি বহুকালাবধি মহা-
দেবতার অর্চ্চনা করিয়া অবশেষে এক তনয় পা-
ইলেন। ঐ পুত্র অল্প দিবস মধ্যে অধ্যয়ন দ্বারা
বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন। নৃপতি
পরম সন্তুষ্টমনে বিংশতি-বর্ষ বয়ঃকালে সেই
অশেষ গুণালঙ্কৃত সুযোগ্য কুমারকে সিংহাসনা-
ভিষিক্ত করিয়া আপনি রাজকার্য্যভার হইতে
মুক্ত হইয়া সদা ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিলেন।

রাজার গ্রহবৈগুণ্য হেতু অহি একদিন রাজ-
ধানী আইয়া যুবরাজকে দংশনমাত্র ভুজঙ্গ বিষের
জ্বালায় তাঁহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। তখন কৈলা-
সদেব পুত্রশোকে নিতান্ত আকুল হইয়া শিরে
করাঘাত করণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি-

নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পৌরেরা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আগমন পূর্ব্বক রাজসদন পূর্ণ করিল এবং জ্ঞানবান বিশিষ্ট লোকেরা সান্ত্বনার্থ রাজাকে কহিল, মহারাজ! আপনি কেন এজন্য শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন, জীব ভূমিষ্ঠ হইলে মাতৃ-ক্রোড়স্থ হওয়ার পূর্ব্বে যেমন ধাত্রী অঙ্কে করে সেই প্রকার জন্মিবামাত্র সর্ব্বাগ্রে অনিত্যতা ক্রোড়ে করে, পশ্চাৎ জননী জনক প্রভৃতিরা কোলে করেন, অতএব এজন্য শোকের বিষয় কি? মনুষ্যের শরীর গ্রহণ করিলেই বিনাশ আছে; যে প্রকার পথিকেরা অতিশয় আতপে তাপিত হইয়া কোন বৃক্ষের ছায়াতে উপবেশন-দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রস্থান করে, মনুষ্যের সমাগমও তদ্রূপ। যেমন সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দুই অর্ণবপোতস্থ লোকেরা বিশিষ্ট মিষ্টালাপাদি-দ্বারা পরস্পর কিয়ৎকাল আপ্যায়িত হইয়া পুনশ্চ স্বীয় স্বীয় দেশাভিমুখে গমন করে, জীবের সম্বন্ধও সেই প্রকার। সংসারে কোন বস্তুই স্থায়ী নহে; পৃথিবীর লোক সকলেই জন্ম মৃত্যু পরিণামের চিরঅধীন হয়। যৌবন, রূপ, জীবন, মান, অর্থ সঞ্চয়, বৈভব, মিত্রের সহিত দৃঢ়-প্রণয়, পুত্র পৌত্র কলত্র

ও দৌহিত্রাদির প্রতি প্রীতি, এ সকলি অনিত্য।
অতএব জ্ঞানিজনেরা ইহাতে মুগ্ধ হয়েন না। দেখু-
ন, প্রাচীনকালে মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ নি-
শুম্ভ, রক্তবীজ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন,
কংস, মান্ধাতা, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কত
সকল দুর্বৃত্ত রাজাবদের প্রতাপে সসাগরা ধরা
কম্পিতা ছিল, তাঁহারদেরও মৃত্যু হইয়াছে,
এবং রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কত ধর্ম্মস্বরূপ ভূ-
পতি অবনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন কত
মহা মহা দুর্জ্জয় বীরপুরুষ যশঃ সৌরভে পৃ-
থিবীকে আমোদিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও
কালগ্রাসে পতিত হইয়া এ লোক হইতে অবসর
লইয়াছেন। অতএব বৃথা মায়ায় অন্ধ হইয়া কেন
ক্রন্দন করিতেছেন? অপিচ এই নশ্বর পাঞ্চভৌতি-
ক কলেবর, যাহা লোকেরা আপনাপন বলিয়া
যত্ন করে, পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তাহা নিজ নিজ কা-
রণেতে লীন হইয়া যায়, সুতরাং মরণান্তে কাহা-
রো সহিত কাহারো সম্বন্ধ থাকা কিরূপে সম্ভবে?
এই জন্য আমরা নিবেদন করিতেছি যে আপনি
স্বভাবস্থ হইয়া শোকচর্চ্চা পরিহার পূর্ব্বক যাঁহার
জন্ম নাই, বিকার নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই,
এমত যে নিত্য পরমসত্য সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর

এই প্রকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া শুক সুষমাকে কহিল, এই নিমিত্তই শাস্ত্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করে। যাহা হউক, আপনি বৃথা আর বিলম্ব করিবেন না, এক্ষণেই তথায় যাইয়া সুখে রাত্রিযাপন করুন। সুষমা তদীয় বাক্যানুসারে গাত্রোত্থানমাত্র যামিনীর অবসান হইবাতে প্রিয় সন্নিধানে গমন করিতে পারিলেন না।

দশম প্রস্তাব।

অনন্তর যামিনীর আগমনে সুষমা শুকের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্য যাহা উপদেশ করিয়াছ আমি অবশ্য তদনুরূপ কার্য্যাচরণ করিয়া স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ করিব তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি তিনি পরীক্ষা-দ্বারা অতি সুরসিক প্রিয়-প্রয়োগ বোধে হইয়ন তবে কি করা উচিত? শুক কহিল, তাহা হইলে আপনি নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যাহা হউক, অদ্য আর এস্থানে থাকিয়া অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই, ত্বরায় প্রিয় জন সমীপে যাত্রা করুন; কদাচ আপনি কোন বিষয়েই আশঙ্কা করিবেন না, যদি কেহ আপনকার

মন্দ চেষ্টা করে আর দৈবাৎ তজ্জন্য কোন আপদ্‌
উপস্থিত হয় তবে অক্লেশে তাহা হইতে মুক্ত করি-
য়া তাহাকে অশেষ প্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া;
যেমন সুশীলা নাম্নী এক বিপ্রকন্যা যুবরাজ দ্রু-
পদকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যভি-
চারিণী গৃহিণীকে যথোচিত প্রতিফল প্রদান
করিয়াছিল। মুরলা কহিলেন, সে উপাখ্যান কী-
দৃশ? শুক কহিল, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে দৃষদ্বতী স্রোতস্বতী তীরে বর্দ্ধ-
পুর নামে এক নগর ছিল। মহাবিক্রমশালী বৃহ-
দ্রথ রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র
দ্রুপদ যৌবন সন্ধিতে পদার্পণ মাত্রেই হৈমবতী
নাম্নী কোন রূপবতী ভূপতি-কন্যার সহিত তাঁহার
বিবাহ দিয়া রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। যুব-
রাজ দ্রুপদ নানা জনপদের অধিপতি হইয়াও
কেবল প্রণয়িনী সহবাস জনিত সুখসম্ভোগ স্পৃহায়
সদা অন্তঃপুরে থাকিতেন, এবং নবোঢ়া হৈম-
বতীর প্রথমতঃ পতির মুখ সন্দর্শন নিবন্ধন সঙ্কু-
চিত ভাব ও লজ্জোদ্রেক দূরীকরণার্থ রস প্রসঙ্গে
নানা কৌতুক করিতেন, তথাপি কিছুতেই তাঁহা-
র মুখ হইতে স্বাভিলাষানুরূপ উত্তর নির্গত করা-
ইতে সমর্থ হইতেন না। হৈমবতী তাহাতে বরঞ্চ

যে বিবিধ ভীষণাকারযুক্ত ভূত প্রেত পিশাচ সকল নানা ভ্রুকুটি-ভঙ্গি প্রকাশ করত বিকট হাস্য আস্যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কম্পিতা করিতেছে। স্থানে স্থানে বিশাল-দশনা লোহিত রসনা মুক্তকেশা উলঙ্গিনী ডাকিনী রঙ্গিনী নিকর চতুর্দিগে নৃত্য করত নর-শিরঃ-কর মুণ্ড সকল চর্ব্বণ-দ্বারা চূর্ণ করিতেছে। স্থানবিশেষে জীবিত মনুষ্য সকল বধ করিয়া শোণিত পানে বিহ্বলা হওয়াতে প্রত্যেকের সৃক্কণী গলিত রক্ত ধারাসিক্ত মুখমণ্ডল বিস্ফুরিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্র এককালীন অকস্মাৎ ধারায় মারায়, ছেদয়, ভেদয়, মারয় মারয় শব্দ হইতেছে। এবম্প্রকার চমৎকার নয়নগোচর করিয়াও রূপদেব হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল না, তিনি অন্তরালে থাকিয়া ভাবিস্ময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন অবলোকন করিলেন যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই ভাবিনী ডাকিনীগণের সহিত মিলিতা হইয়া পরমানন্দে এক শবদেহ দূর হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহা ভোজন করিয়া একটা পিশাচ সঙ্গে নানা রঙ্গে কেলি কৌতুক করিতে লাগিল, তখনি তাঁহার মহাতঙ্ক হইল। মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে আমি এই ডাকিনীর জন্য

যদি তুমি নিতান্তই পশু হও তবে এই ভাবেই থাকিবে, নতুবা অন্যের প্রবঞ্চনায় ঈদৃশ আকার ধরিয়া থাকিলে এইক্ষণেই পূর্ব্বাকার শরীরে পুন জীবিত হও। সুশীলার এইরূপ কথা কর্ণস্থ হওয়া মাত্র দ্রুপদ পুনর্ব্বার সেই দিব্য রাজনন্দন হইলেন, এবং পরম হিতকারিণী বিপ্র-তনয়ার নিকট অশেষ উপকার স্বীকার করিলেন। সুশীলা পরম সন্তুষ্টা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে রাজপুত্র! আপনার এরূপ দুরবস্থার মূলীভূত কারণ কে? তখন দ্রুপদ আদ্যোপান্ত সমুদয় তাহাকে জানাইলে সে বলিল, আপনকার আর কোন চিন্তা নাই, ঐ পিশাচীকে আমি ইহার বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করিব।

সে উক্ত কহিয়া অন্তঃপুর হইতে এক কমণ্ডলু আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক কহিল, আপনি এক্ষণে সংগোপনে লইয়া তাহার খট্টার নিম্নে লুকাইয়া থাকিবেন, অনন্তর শেষ রাত্রিতে যখন সে শয়ন করিতে আইসে তখন তাহার সম্মুখীন হইয়া সাবধান পূর্ব্বক ইহা হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে দিবেন, পরে যাহা হয় প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইবেন। দ্বিজাত্মজার এইরূপ উপদেশ ক্রমে সেই পাত্র শিরোপরি ধারণ পুরঃসর

দ্রুপদ পর্য্যঙ্কের নীচে গিয়া থাকিলেন এবং কিঞ্চিৎ সময়ে হৈমবতীর মস্তকে জল প্রদানমাত্র তৎক্ষণাৎ সে এক ঘোটকী হইল। রাজকুমার হৃষ্টযুক্ত হইয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে অন্যান্য তুরঙ্গিণীর ন্যায় অশ্বালয়ে বন্ধন করত প্রতিদিন নিয়মিত আহার প্রদান করিতে লাগিলেন। আর ছলের দায়িনী সুশীলাকে প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান-দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পিতাকে রাজসভার সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই প্রকার আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া শুক কহিল, আপনকার কোন বিষয়ে ভয় নাই। আমি পুনঃ পুনঃ কহিতেছি যে যে প্রকারে হউক প্রাণপণে অবশ্য আপনকার উপকার করিব, এক্ষণে আহ্লাদিত মনে বল্লভ সমীপ যাইয়া নিশা যাপন করুন। সুষমা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন, পরে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দিনমণিকে পূর্ব্ব পর্ব্বত হইতে বহির্গত দেখিয়া বিরস বদনে পুনরাবর্ত্তন করিলেন।

একাদশ প্রস্তাব।

সে দিবস সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সুষমা

স্ত্রী কৃষক কলত্র ও দুই পুত্র সমভিব্যাহারে বাস করিত। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ কনিষ্ঠ আনন্দ অপেক্ষায় এক বর্ষ অধিক বয়স্ক। যে দিবস আনন্দের জন্ম হয় সেই দিন শুভক্ষণে কৃষক অপনোদ্যানে দুইটা আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া উভয়ের প্রতি সম পরিশ্রম ও মনোযোগ সহকারে তাহাদের উন্নতি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। বয়স্ক অপেক্ষা সমভাবে উক্ত তরুদ্বয় এরূপ সমভাবে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল যে তাহাদের মধ্যে কেহই ইতরবিশেষ করিতে সমর্থ হইতেন না।

অনন্তর কৃষকাত্মজদ্বয় পিতৃপদ ব্যবহারের উপযুক্ত হইলে একদা বসন্তসমাগমে তৈরব তাহাদের উভয়কে আপন উদ্যানে লইয়া যাইয়া আম্রবৃক্ষদ্বয় প্রদর্শন পুরঃসর কহিল, দেখ ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতির কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে, নৈসর্গিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া নানা বৃক্ষ কেমন সুচারুরূপে স্বীয় স্বীয় মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, এই যে আম্রবৃক্ষদ্বয় যাহা তোমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছ, আর যাহাদের শোভনতম দৃশ্য তোমাদের অন্তঃকরণ এককালীন প্রফুল্লতারসে পরিপূর্ণ করিতেছে, দেখ অভিরাম নব নব মুকুল সমূহে কি অদ্ভুত

যত্নে পালন করিয়াছিলেন তদপেক্ষায় অধিক আ-
য়াস স্বীকার পূর্ব্বক সে উক্ত বৃক্ষ পালন করিত।
কিন্তু জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ তদনুগামী না হইয়া অন্যা
গ্রামস্থ অন্যান্য দুরন্ত বালকগণ সঙ্গে নিকটস্থ
কোন শৈলোপরি আরোহণ পূর্ব্বক পথিক সক-
লের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ অভ্যাস করিত, এজন্য
কোন কোন দিবস সন্ধ্যাকালে তাহার সহিত
বিরোধ করত অপরাধী ও ক্ষত দেহ হইয়া গৃহে
প্রত্যাগত হইত। এইরূপ বাল স্বভাব সুলভ ব্যস-
নাসক্ত থাকায় তাহার বৃক্ষের সুতরাং দুরবস্থা
ঘটিল।

এক দিবস জ্যৈষ্ঠ মাসে সে উক্ত উদ্যানের
নিকটস্থ বর্ত্ম দিয়া গমনকালে দেখিল, মুকুন্দের
বৃক্ষ অপর্য্যাপ্ত সুপক্ক আম্রফলে পরিপূর্ণ হইয়া
সেই ভারে এমত অবনত হইয়াছে যে অনতিক্ষণ
বিলম্ব হইলে সর্ব্বসাং বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে।
এতাদৃশ সুবৃহৎ বৃক্ষ লোচনগোচর করিয়া স্বীয়
তরু হইতেও তাদৃশ ফল লাভাশাপরতন্ত্র হই-
য়া অনতিবিলম্বে তন্নিকট গমন পূর্ব্বক অবলোকন
করিল যে বৃক্ষের শাখা সকল কেবল শৈবাল সমূ-
হে আচ্ছাদিত আছে, পত্রগুলি শুষ্ক হইয়া ভূমিতে
পতিত হইয়াছে, কোন শাখায় আম্রমাত্রও নাই।

অতএব এক্ষণকার চিন্তাপহারক প্রিয় নাগর সমীপে যাইয়া সম্যক্‌প্রকারে অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। সুষমা উক্ত গুপ্ত উপপতি সদনাভিমুখে যাত্রা করণমাত্র পূর্ব্ব গিরির মনোহর চূড়াবলম্বি উদয়োন্মুখ দিনকরের কর দৃগিন্দ্রিয়ের গোচর হওয়ায় দিবাগমন বুঝিয়া গৃহে প্রত্যাগতা হইলেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

অনন্তর সায়ংকালে সুষমা প্রাগ্বৎ শুক সমীপে যাইয়া কহিলেন, তোমার গত রাত্রির পরামর্শানুসারে আমি একান্ত বত্নযুক্তা হইয়াছি, অদ্য যে প্রকারে হউক অবশ্যই প্রিয় সন্নিধানে গমন করিব। শুক কহিল, হে রাজকুললক্ষ্মি ভাগ্যবতি সুষমে! আপনি যে এতৎ মনোরথসাধ্যে অধ্যবসায়ারূঢ়া হইয়াছেন এই কৃতকার্য্যা হওয়ার প্রধান সুলক্ষণ, কিন্তু কার্য্যানুসন্ধানবত্নে যে অশেষ বিধ বিঘ্ন থাকে সেই সমুদয় সাহস পূর্ব্বক অতিক্রম করাই বাঞ্ছিত সাধনের সোপান জানিবেন। দেখুন বীর্য্যবন্ত নামে একজন যুবক অভিলষিত লাভে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াও কেবল স্বীয় অনবধানতা দোষে শেষে বঞ্চিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। সুষমা জিজ্ঞাসিলেন, সে প্রসঙ্গ কেমন? শুক নিবেদন করিল।

পুরাকালে কতিপয় মনুষ্যকুল এক উপত্যকা
ভূমিতে অবস্থিতি করিত। তথায় চতুর্দিগে নানা
উচ্চতম তুষারাবৃত পর্ব্বত-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত
থাকিয়া এই ক্ষুদ্র প্রকৃতি নিরীহ মনুষ্যমণ্ডলী সেই
অসমর্ত্তিবিস্তীর্ণ স্থান ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশ সুতরাং
জানিত না। তাহারদের উদ্বোধ ছিল যে গগন
মণ্ডল অবনত হইয়া গিরি শেখর স্পর্শ পূর্ব্বক
দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বেষ্টন
করিয়া আছে, ফলতঃ তাহারা এমত সাহস হইত
না যে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া অন্য দেশ
প্রদেশাদি গবেষণ করে। ঐতিহ্য বাক্যানুসারে
তাহারদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে অন্তরীক্ষ হীরক
সদৃশ বিশেষ কঠিন দ্রব্য-দ্বারা নির্ম্মিত, বস্তুবিৎ
নির্ব্বোধেরা ঐতিহ্য কথাই সিদ্ধান্তবাক্য স্বরূপ
বিশ্বাস করিয়া সকল পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনে সমর্থ হয়
এবম্ভূত বিরলস্থলে অবস্থিত হইয়াও তাহারা
সুপক্ব সুমধুর ফল নিকর, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ
মন্দ সঞ্চার, স্ফটিক-প্রভ নির্ম্মল-জলবিশিষ্ট নদী
নির্ঝর সমূহ প্রভৃতি নানা নৈসর্গিক বিধানোৎপন্ন
পদার্থজনিত সুখভোগে সদা তৃপ্ত থাকিত। এত-
দ্ভিন্ন তাহারদের আর কোন ভোগাভিলাষ ছিল
না, যেহেতু তাহারা অন্য কোন প্রকার সুখার্জ্জন

পন্থা জানিত না; মান লিপ্সা অহমিকা মাৎসর্য্যাদি দুষণাবহ রিপু তাহারা সম্যকজ্ঞাত ছিল। তাহার-দের আর্জবভাব ও বিজাতীয় অজ্ঞতা হেতু সেই আবাস অজ্ঞতোপত্যকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই প্রকার বহুকালাবসানে প্রোক্ত দুর্গম অভ্রং-শিখর নিকরের আবিষ্কারার্থে পরম কৌতূহল পর-বশ হইয়া তাহারদের মধ্যে বীর্য্যবন্ত নামে এক জন নির্বীর্য্য যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তচ্ছৃঙ্গোপরি আ-রোহণারম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নিম্নস্থ অন্যান্য জন-গণ তাহার দুঃসাহস সংকল্প উপলক্ষে কেহ কেহ তাহাকে প্রশংসা এবং কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহাতে ভগ্নচিত্ত না হইয়া অ-সামান্য শ্রম ও যত্নে স্বীয় বাঞ্ছিত স্থানে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইল, এবং প্রথমতঃ দেখিয়াই চমৎ-কৃত হইল যে নভোমণ্ডল গিরিশৃঙ্গ সঙ্গে সংলগ্ন নহে, বরং তথা হইতে অধিক দূরস্থিত বোধ হয়। সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন দৃষ্টিপথের অন্তিম সীমায় এক সুবিস্তীর্ণ বারিধি ও তদন্তঃপাতি নানা জনপদ যখন দৃষ্ট হইল তখন সে আরো আশ্চর্য্যে মগ্ন হইল। এই সকল নয়ন-গোচর করত যুগপৎ বিস্ময় ও শঙ্কাক্রান্ত হইয়া বিবিধ কল্পনা করিতেছে এমতকালে দৈবাৎ অতি

মনোহর নানা গুণাকর সদা প্রসন্নভাবাপন্ন ও শোভ-
মান এক পুরুষ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া
কহিলেন, পান্থ আমি তোমার উপদেশক ও পথ
প্রদর্শক হইলাম, এই যে প্রশস্ত দূরবর্ত্তী দেশ অব-
লোকন করিতেছ উহার নাম স্বর্গভূমি। ঐ মনো-
রম্য দেশে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারদের স্বচ্ছ-
ন্দানন্দে ও ইচ্ছানুরূপ নানা সুখভোগে কালযাপন
হয়। তাঁহারদের সন্তোষের কিছুমাত্র হ্রাস হয়
না, আমি উক্ত দেশ নির্দেশক দেবদূত যাঁহারা
সেই সুখধামে গমনাকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারদিগকে
সম্মুখস্থ ঐ সমুদয় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অরণ্যানী-নিম্ন
গ নদী নির্ঝর আদি অতিক্রম করিয়া নির্বিঘ্নে
সঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্য এস্থানে থাকি, অতএব
তুমি আমার সমভিব্যাহারী হও, সমভিব্যাহারে
তোমাকে তথায় লইয়া যাইব। কৃতপ্রতিজ্ঞ যুবক
তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল, এবং দেব
দূতও অনতিবিলম্বে তাহাকে সঙ্গে করিয়া উক্ত
সুগম পথ চলিতে নানা মিষ্টালাপে পর্য্যটনজনিত
শ্রমদুঃখাদি নিরাকরণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগি
লেন। কিয়দ্দূর এইরূপ যাইয়া সুপথাদি অবলো
কনে যুবকের চিত্ত সন্তোষপূর্ণ হইল। পরে
কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হইতে হইল তখন দেখিল

আকাশমণ্ডল মহা তিমিরাচ্ছন্ন ও মার্গচয় তির্য্যক হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ক্ষণ মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইল। কখন উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গে আরোহণ এবং কখনবা গভীর গিরি গহ্বরে পতনোদ্যত হওনমাত্র উভয়ে পশ্চাদাগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার এবম্প্রকার ঘোরতর হইয়া উঠিল যে প্রতি পদ ক্ষেপণে উভয়ে আঘাত পাইতে লাগিলেন। এই সকল গমন প্রতিবন্ধক উদ্বেগ দেখিয়া দেবতা কহিলেন " শিষ্য বীর্য্যবন্ত, এক্ষণে তুমি অনু-দ্বারা গমনে উদ্যোগী হও" ইহা শুনিয়া বীর্য্যবন্ত বহুক্লেশে সেইরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমত সময়ে অকস্মাৎ প্রোড্ডীয়মান অতি বিশাল পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট অথচ কৃশাঙ্গী এক পুরুষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম সম্ভাবনা দেবতা, তদীয় ললাটে এক চক্ষুঃ মাত্র, আর তাঁহার আকৃতি দৃষ্টিতে হঠাৎ অজ্ঞদের বোধ হয় যে তিনি অতিশয় ঔদার্য্যময় পুরুষ, তিনি সহসাই যুবকের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে সদাশয় যুবক! তুমি সুখভূমিতে গমনাভিলাষ কর, কিন্তু এ প্রকার ধীরগামী ও পন্থানভিজ্ঞ পুরুষের সঙ্গে চলিলে তোমার কোন প্রকারেও তথায় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার

উৎসাহগত বাক্যের প্রণালী ও গতির আকার দৃষ্টে নবীন পথিক তৎসমভিব্যাহারে যাইতে স্বীকার করিল, এবং তদ্দণ্ডেই পূর্ব্বকার নক্ষত্রপ দেশককে তথায় পরিত্যাগানন্তর অভিনব প্রদর্শক সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ দ্রুত যাইয়া মহাহৃষ্ট হইল। পরন্তু শীঘ্রই আপন অবিবেচনার ফল ভোগিতে হইল, কেননা সম্ভা বনা দেব পথিমধ্যে যেখানে নদী কি জলাশয়াদি দৃষ্টি করিলেন তথায় তাহাকে ডুবাইয়া এবং যে স্থানে শৈলাদি সেখানে মহাঘাত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এবম্প্রকার অশেষ ক্লেশ দিয়া অবশেষে অতি প্রগাঢ় নীলবর্ণ কুজ্ঝটিকা আচ্ছন্ন এক অপার রত্নাকর তীরে তাহাকে উপস্থিত করিলেন। মানবজাতির অন্তঃকরণ যে সকল চিন্তা-দ্বারা অনবরত আকুলিত থাকে এই জলধির উত্থিত তরঙ্গ নিকরের অনবরত গতি তাহার দিব্য উপমা বটে। অকূলার্ণব নয়নগোচর করিয়া সম্ভাবনা দেব কহিলেন, “বীর্য্যবন্ত! নরজাতির অগম্য যে ধ্রুবভূমি সে স্থানে আমি তোমাকে কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারি না; তুমি বরঞ্চ প্রত্যয়ভূমিতে গমন কর, সে স্থান প্রায় ধ্রুবভূমি সম সুখদ ও রম্য। আমি তোমাকে অব

একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে দিতেছি” এই বলিয়া জম দৈত্যের নাম সম্বোধন পূর্ব্বক মৃত্তিকায় বার ত্রয় আঘাতমাত্র পৃথ্বী তৎক্ষণাৎ ভংস জক এক ভীষণ-কায় দৈত্য উদ্গার করিল। সেই অসুর প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার সদাই ক্রোধাক্রান্ত রক্তিমাভ মুখমণ্ডল এবং উক্ষোৎক্ষিপ্ত লোচন ও ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি। পথিক তাহাকে প্রথমে অবলোকন করিয়া মহা আতঙ্কাকুল হইল, পরে তাহাকে সম্ভাবনা দেবের নিতান্ত বশতাপন্ন দেখিয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইল। জম দৈত্যের আগমনে দেবতা তাহাকে কহিলেন, “এই সংশয়-সাগর অতিক্রম করণ জন্য দিগন্ত প্রভাতভূমিতে এই মনুষ্য সন্তানকে লইয়া যাওনের জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, অতএব এক্ষণেই এ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আইস। অনন্তর বীর্য্যবানকে কহিলেন, সম্প্রতি বসন দ্বারা তোমার নয়নযুগল আচ্ছাদন করিয়া দিতেছি, সাবধান, গমনকালীন কোন আহ্বান শব্দ বা ভয় প্রদর্শক রব তোমার কর্ণস্থ হইলে চক্ষুঃ মুক্ত করিয়া কিছু দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিও না, তাহা হইলেই নিরুদ্বেগে অভিপ্রেত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এই বলিয়া তাহার লোচনদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দেবতা তথা হইতে

অন্তর্হিত হইবেন। এদিগে দৈত্য মহাড়ম্বরে যুবাকে পৃষ্ঠে করিয়া গগনমণ্ডলীয় জলদ পটলাভিমুখে যাত্রা করিল। তথাকার ঘোরতর ঘন ঘটার ভয়ঙ্কর নাদ, প্রচণ্ড বাত্যার প্রলয় কালনিঃশব্দাদি কিছুতেই তাঁহাকে ভুক্তনেত্র করিতে পারিল না। অনন্তর যখন দৈত্য নিম্নে আসিয়া সাগর সলিল সংলগ্নপ্রায় হইয়া যাইতে লাগিল তখন চতুর্দিগ হইতে নানা ধ্বনি উর্মীয় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যেন কেহ তাঁহাকে সম্ভাষণ, কেহ উপহাস, কেহ [illegible] শ্লেষ করিতেছে। ইহাতেও সে ভয়প্রতিজ্ঞ না হইয়া ক্রমে [illegible] সমাগবর্তী হইল। এক কালে নানা দিগ হইতে তাহার প্রতি প্রশংসাধ্বনি হইতে লাগিল এবং আসিতে আজ্ঞা হউক বলিয়া, যেন সকলে আহ্বান করিতে লাগিল। এই সকল গুণকীর্তন আকর্ণনে সে [illegible] হইয়া অতি হর্ষে বাঞ্ছিত ভূমি বারেক দর্শনার্থ চক্ষুঃ মুক্ত করিল। হা কি ভ্রান্তি! তখনি দেখিল যে প্রত্যয় ভূমির অর্দ্ধপথও আসিতে পারে নাই, দৈত্য তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠ হইতে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। হতভাগ্য পথিক সুতরাং সেই সংশয়সাগর তরঙ্গে পতিত হইল এবং তথা হইতে আর উঠিতে পারিল না।

এপ্রকার আখ্যান সমাপন করিয়া শুক কহিল, আপনি শীঘ্র এমন করুন, অধিক বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। সুষমা তদনুসারে যাই বলিয়া যেমন গমন করিবেন তখনি অহর্মুখাব-লোকন করাতে সে দিন আর তথায় যাইতে পারিলেন না।

উপসংহার।

এই প্রকার দ্বাদশ দিবসপর্য্যন্ত শুকের কৌশল নৈপুণ্য ও বাক্য প্রভাবে সুষমা তাদৃশ মনোভীষ্ট সিদ্ধি বিধানে নিবৃত্তা থাকিয়া ত্রয়োদশ দিনে মধ্যাহ্নে অট্টালিকোপরি উপবিষ্টা হইয়া মনে নানা কল্পনা করিতেছেন, এমত সময়ে শুনিলেন যে যুবরাজ প্রতাপাদিত্য গৃহে প্রত্যাগমন করায় রাজধানীতে মহা সমারোহ হইয়াছে, রাজদম্পতি অতি মাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। অন্তঃপুরে রাজমহিষী মহোল্লাসে রাজপরিবারস্থা অন্যান্য কামিনীরদের সমভিব্যাহারে অনেক প্রকার স্ত্র্যা-চার-দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ভৃত্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষস্ফূর্ত্তচিত্তে এই শুভবার্ত্তা তাবন্নগরে বিজ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান

কেবল প্রবল অনল স্বরূপ হইয়া চিন্তানিল প্র-
ক্ষেপে ভয়ঙ্কররূপে সুষমার চিত্ত দগ্ধ করিতে
লাগিল। তিনি অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, যখন
আমার আচরণ প্রকরণ শুক কর্ত্তৃক স্বামির কর্ণ
গোচর হইবেক তখনি সর্ব্বনাশ। হা কি দুরদৃষ্ট!
এমত কার্য্যের পদবীতে পদার্পণ করিয়া তাহা
সম্পন্ন না করিতেই এই অকল্যাণ উপস্থিত হই-
ল, অদ্য যামিনীতে আমার জীবন শেষ হইবেক
তাহার সন্দেহ নাই, তাদৃশ লজ্জাকর মরণাপেক্ষা
আত্মহত্যা করাই উচিত। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ
অট্টালিকা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এ দিগে প্রতাপাদিত্য প্রথমতঃ পিতা ও
মাতার চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রবাসঘটিত তা-
বদ্বিবরণ উভয় সমীপে প্রশ্নমতে নিবেদন করিয়া
অনন্তর স্ত্র্যন্তঃপুরে আগমন করিলেন, এবং সর্ব্বা-
গ্রে তথায় শুককে পিঞ্জরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,
বল শুক! আমি বাটী হইতে গমনাবধি তোমরা
কেমন ছিলে এবং ইহার মধ্যে কি কি অদ্ভুত
বিষয় অবগত হইয়াছ। তাহা শুনিয়া শুক অন্যা-
ন্য সমাচারাদি সম্বলিত তাহার গৃহিণীর চরিত্রের
বিষয়ও নিবেদন করিল। যুবরাজ অতি বিশ্বস্ত
প্রিয় বিহগের নিকট সহসা তাদৃশী নির্ঘাতবার্ত্তা

শ্রবণমাত্র অত্যামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া জবাপুষ্প
কা সম আরক্তলোচনে করে সুশাণিত অসি
পূর্ব্বক বিলাস-মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়া দেখিলেন,
তথায় সুষমা নাই। তখন সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা
করায় তাহারা উত্তর করিল, তিনি অট্টালিকার
উপর অলিন্দায় আছেন। প্রত্যাপাদিত্য তাহা-
দের বাক্যানুসারে গমন পূর্ব্বক তথায়ও তাঁহাকে
না দেখিয়া চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করত নেত্রগোচর
করিলেন সুষমা বাটীর মল্লিকায় মৃত পতিত আ-
ছেন। তদ্দর্শনে সুতরাং হস্ত হইতে অসি ভূমিতে
নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে শুকের নিকট
আসিয়া কহিলেন, আমার গৃহিণী বোধ হয় অ-
পেই আমার আগমন সংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য। শুক
কহিল, মহারাজ! সম্প্রতি ইঁহার মৃতদেহ শ্মশানে
লইয়া সংকারাদি করুন, পরে আর কোন কামি-
নীর পাণিগ্রহণ করিয়া তৎসহবাসে কালযাপন
করিবেন। নৃপাত্মজ সেই বাক্যানুসারে পিতাকে
কহিয়া চন্দ্ররেখা নাম্নী এক রাজদুহিতাকে উদ্বাহ
করণ পূর্ব্বক তদীয় সঙ্গসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ
করিতে লাগিলেন।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

PRINTED AT THE PROBHAKUR PRESS.